Semester – II History Hons Name of the faculty – Runu Ghosh
UG/HIST/201C-3 History of India (600 B.C – 650 A.D)
Module – I
Topic – মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের কারণ

মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের কারণ

অশোকের মৃত্যুর পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই বিশাল মৌর্যসাম্রাজ্য দ্রুত ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল এবং তার পতন ঘনিয়ে এল। খুব স্বাভাবিক ভাবেই এই পতনের কারণ অনুসন্ধান ভারত ইতিহাসের একটি বহু আলো বিষয়। ১৮৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে মৌর্যবংশের শেষ শাসক বৃহদ্রথ নিজ সেনাপতি পুষ্যমিত্র শুঙ্গ দ্বারা নিহত হন অর্থাৎ মৌর্য শাসনের পতন সম্পূর্ণ হয়। ঐতিহাসিকগণ মৌর্য শাসনের পতনের প্রসঙ্গে নানা বিষয়ের অবতারণা করেছেন -

প্রথমত, অশোকের ব্রাহ্মণ্য বৈষম্য নীতির বিরুদ্ধে সর্বশক্তিশালী ব্রাহ্মণ্য প্রতিক্রিয়ার অভিঘাতে মৌর্য সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল বলে অনেকে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে অশোক কর্তৃক পশুবলির নিষিদ্ধকরণ, 'দণ্ড সমতা' ও 'ব্যবহার সমতা' নীতির প্রবর্তন, 'ধর্মমহামাত্র' নিয়োগ ব্রাহ্মণদের সামাজিক আর্থিক স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করেছিল তাই তারা বিদ্রোহী হয়ে মৌর্য সাম্রাজ্যের বিনাশে সাহায্য করে। কিন্তু ব্রাহ্মণদের সাথে অশোকের খারাপ আচরণের প্রমাণ কোথাও পাওয়া যায়নি। অশোক তাঁর সপ্তম স্তম্ভ অনুশাসনে শ্রমণদের সাথে ব্রাহ্মণ দান করার কথাও বলেছেন। এমনকি পুরাণেও 'ব্রাহ্মণ্য বিদ্রোহের' পুনরুত্থানে মৌর্যদের বিরুদ্ধাচরণের ঘটনা উল্লিখিত হয়নি।

দ্বিতীয়ত, রাজপরিবারের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের আরেকটি অন্যতম কারণ বলে মনে করা হয়। অশোকের সপ্তম স্তম্ভ অনুশাসনে রাজপুত্রগণের প্রশাসনিক পদ, তাদের মধ্যে দলাদলি ও স্বতন্ত্র শাসনের জন্য ব্যাপক সংঘর্ষের প্রমাণ পাওয়া যায়। এই পরিস্থিতি রাজপুত্রগণ নির্দিষ্ট অঞ্চলে নিজেদের প্রভাব বৃদ্ধি করে পরবর্তীকালে সিংহাসনের দাবিদার হয়ে ওঠার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। 'রাজতরঙ্গিনী' অনুসারে অশোকের মৃত্যুর পর কাশ্মীরে

তাঁর প্রশাসনিক পরিকল্পনার সহায়ক ছিল তা সত্ত্বেও প্রাদেশিক কর্মচারীদের অত্যাচার বন্ধ হয়নি, ফলস্বরূপ বিদ্রোহ দেখা দেয়।

সপ্তমত:, ড: রোমিলা থাপার তাঁর 'অশোক' গ্রন্থে দেখিয়েছেন কেন্দ্রীভূত সংগঠন ছিলনা মৌর্য সাম্রাজ্যের অন্তর্নিহিত দুর্বলতাই এই সাম্রাজ্যের পতন ডেকে আনে। মৌর্য শাসনের মত কেন্দ্রানুগ-রাজতন্ত্র শাসকের ব্যক্তিগত যোগ্যতার উপর নির্ভরশীল। অশোকের পরবর্তী শাসকদের মধ্যে সেই সব যোগ্যতার অভাব তাই সাম্রাজ্যের পতন ডেকে আনে।

অষ্টমত, মৌর্য সাম্রাজ্যের বিস্তারের ফলে উত্তর ভারত, দাক্ষিণাত্য ও কলিঙ্গে নতুন সংস্কৃতির প্রসার ঘটে। সাম্রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলে লোহার সহজলভ্য ও অস্ত্রের ব্যবহারের জন্য মৌর্য সাম্রাজ্যের পতন ছিল সময়সাপেক্ষ। নতুন রাজ্য গড়ে উঠতে থাকে। উত্তর ভারতে শুঙ্গ ও কণ্ব বংশ, কলিঙ্গে চেতি বংশ এবং দাক্ষিণাত্যে সাতবাহন সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে।

নবমত, খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের মধ্যে এশীয় উপজাতিদের ভারত অভিযানে তৎপর হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে নিরাপত্তামূলক সুরক্ষার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন হলেও সেদিকে মনোযোগ দেওয়া হয়নি। পহ্লব, শক, গ্রীকরা ভারত অভিযানে অগ্রসর হতে থাকে। উত্তর আফগানিস্তানে গ্রীকরা ব্যাকট্রিয়া রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল তারা ও ভারত আক্রমণ করে। এভাবে একের পর এক আক্রমণ হতে থাকে।

শেষপর্যন্ত শেষ মৌর্য নৃপতি বৃহদ্রথের ~~সেনাপতি~~ ব্রাহ্মণ সেনাপতি পুষ্যমিত্র শুঙ্গ খ্রী: পূর্ব ১৮৫ অব্দে প্রকাশ্যে বৃহদ্রথকে হত্যা করে পাটলিপুত্রের সিংহাসন অধিকার করেন। শুঙ্গরা নানান বৈদিক আচার-অনুষ্ঠান পালন করতেন। তাদের পরবর্তী কাণ্ব রাজারাও ব্রাহ্মণ ছিলেন।

*